ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-২৪৫৮

আগরতলা,০২ অক্টোবর, ২০১৮

**গান্ধীজীর চিন্তা-মনন ও দর্শনের মূল কথা হল মানব প্রেম : মুখ্যমন্ত্রী**

মহাত্মা গান্ধীর দেখানো রাস্তায় দেশের গরীব মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। গান্ধীজীর চিন্তা, মনন ও দর্শনের মূল কথা হল মানব প্রেম। মানে সবার উন্নয়ন। সেই দিশাতেই কেন্দ্রীয় সরকার যেমন গরীব মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করেছে, ঠিক তেমনি সেই প্রকল্পগুলির সঠিক বাস্তবায়ণের মধ্য দিয়ে রাজ্যেও আমরা এগিয়ে যেতে চাই। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে আজ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধ-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কর্মসূচির হলসভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। গান্ধীজীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই হলসভা। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে। উদ্বোধনী সঙ্গীতে মহারানী তুলসীবতী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পরিবেশন করে ‘রঘুপতি রাঘব রাজা রাম’।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, রাজস্ব ও মৎস্য মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, সভাপতি তথা শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, ক্রীড়া মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, মুখ্যসচিব এল কে গুপ্তা, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অরুণোদয় সাহা, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্য দেও পোদ্দার, উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অমিত শুক্লা প্রমুখ।

উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর মন জয় করে নিয়েছিলেন। তিনি দেশে কোন সরকারী পদে ছিলেন না। তার পরেও গান্ধীজী দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে বক্তৃতা করলে গোটা দেশ আন্দোলিত হত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডাকেও সমগ্র দেশ সাড়া দিচ্ছে। লালকেল্লা থেকে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর্থিকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণদের রান্নার গ্যাসের ভর্তুকী ছেড়ে দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ভারতবাসী এই ভর্তুকী ছেড়ে দিয়েছেন। এর জন্য তাঁকে কোন আইন প্রণয়ন করতে হয়নি। এর পরিনামে দেশে অসংখ্য গরীব মানুষ বিনামূল্যে রান্নার গ্যাসের সংযোগ পেয়েছেন। ত্রিপুরাতেই ১ লক্ষ ৮০ হাজার গরীব পরিবার বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস সংযোগ পেয়েছেন। নরেন্দ্র মোদি ছাড়া দেশের কোন প্রধানমন্ত্রী তা করতে পারেননি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গান্ধীজীর কর্মজীবন অনুসরণ করে দেশে সরকার চালাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মোদিজী। তিনি বলেন, মহাত্মা গান্ধী স্বচ্ছতার উপর সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মোদি সরকারও এই স্বচ্ছতাকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। স্বচ্ছ ভারত মানে শুধুমাত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাই নয়, আমাদের সমাজ জীবনের সবকিছুতে স্বচ্ছতা আনা।

***২য় পাতায়*

স্বচ্ছতা মানে আমাদের উপর যে দায়িত্ব আসবে তা সঠিক সময়ে, সঠিক ভাবে রূপায়ণ করা। এর মানে হচ্ছে ভ্রষ্টাচার মুক্ত ভারত তৈরি করা। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, গান্ধীজী গ্রাম স্বরাজের কথা বলেছেন। অর্থাৎ গ্রামের অন্তিম ব্যক্তির নিকট পর্যন্ত সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচিগুলি পৌঁছে দেওয়া। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার একেই বাস্তবায়ণ করছে। তিনি বলেন, মহাত্মা গান্ধী স্বপ্ন দেখতেন ভারতবর্ষে যেন কোন গরীব না থাকে। এর বাস্তব রূপ দিতে নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর জনকল্যাণে প্রকল্পগুলি এমন ভাবে তৈরি করেছেন যাতে না খেতে পেয়ে কোন গরীব মানুষ মারা না যায়। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণকর কর্মসূচি 'প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা', 'প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা', 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা', বিদ্যুতের জন্য 'সৌভাগ্য যোজনা', স্বাস্থ্যের জন্য 'আয়ুষ্মান যোজনা' ই-পি ডি এস এর মাধ্যমে ২টাকা কেজি দরে গরীব মানুষের কাছে চাল পৌঁছে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। এতেই বোঝা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পগুলি গরীব মানুষের কল্যাণের জন্য। তিনি আরও বলেন, গান্ধীজীর স্বপ্ন ছিল ভারতকে বৈভব রাষ্ট্রে পরিণত করা। সেই রূপ আমাদের স্বপ্ন আগামী তিন বছরে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্যে পরিণত করা।

সম্মানিত অতিথির ভাষণে উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, মহাত্মা গান্ধী যুবদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছিলেন সমাজের পরিবর্তন চাইলে সেই পরিবর্তন নিজের মধ্যে আনতে হবে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গান্ধীজী ছিলেন কর্মযোগী। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা আনতে গেলে মানুষের মধ্যে যেতে হবে। তখন থেকেই তিনি স্যুট-বুট ছেড়ে ধূতি পরে স্বাধীনতার জন্য মানুষের মধ্যে নেমে পড়েন। উপ- মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলনে ভীষণ সফলতা পেয়েছিল। অর্থনীতির প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পুঁজিবাদও নয়, সাম্যবাদও নয়। ভারতে চাই স্বদেশীবাদ। তিনি বলেন, আজ আমাদের দেশ বাপুজীকে সম্মান জানাতে গ্রাম স্বরাজ অভিযানের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। যে গ্রাম স্বরাজের উপর বাপুজী অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ গ্রাম স্বরাজ না হলে পূর্ণ স্বাধীনতাও আসবে না। সেই লক্ষে গ্রামের অর্থনীতি, গ্রাম স্বরাজ নিয়ে আসতে হলে স্কীল ডেভেলপমেন্ট করাতে হবে। দেশের সরকার এটাকেই এখন গুরুত্ব দিচ্ছে বলে উপ-মুখ্যমন্ত্রী জানান। উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গান্ধীজী আইনের শাসনের কথা বলেছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় মূল্যবোধ, ভারতীয় সংস্কৃতিতে দিক্ষিত। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ হচ্ছে নিজেকে পরিবর্তনের একটা অস্ত্র। গান্ধীজীর সমাজনীতি, দর্শন অনুসরণের দিকে এগিয়ে যেতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জীবন শৈলী ও জীবন চর্চা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তিনি তাঁর জীবনকে একটা খোলা বইয়ের মত তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। যাতে জনগণ তাঁকে জানতে পারে, পড়তে পারে। তিনি বলেন, আজ আমাদের আত্ম সমীক্ষার দিন, সত্যিই কি আমরা জাতির জনকের দেখানো পথে সামিল হতে পেরেছি? ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তোমরাই আগামী দিনে দেশের কান্ডারী।

***৩য় পাতায়*

জাতির জনকের জীবন শৈলী থেকে যতটুকু অনুসরণ করতে পারবে ততটাই এগিয়ে যেতে পারবে। তবেই আজকের এই কর্মসূচি সার্থক হবে।

সভাপতির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, মহাত্মা গান্ধী আমাদের সমাজ জীবনে, মননে, হৃদয়ে জড়িয়ে রয়েছেন। তিনি বলেন, মানবতার পথে যদি আমাদের এগুতে হয় তবে মহাত্মা গান্ধী ছাড়া আমাদের উপায় নেই। জীবনের প্রতি তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি তা হল, অহিংসা ও ভালোবাসা। এর মধ্য দিয়ে তিনি গোটা ভারতবর্ষকে এক সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর অটোবায়োগ্রাফি 'মাই এক্সপিরিয়েন্স উইথ ট্রুথ' -এ তিনি সবাইকে এক সাথে নিয়ে চলার কথাই বলেছেন। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ মহাত্মা গান্ধীকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবেও আখ্যা দেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব এল কে গুপ্তা, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্য দেও পোদ্দার। স্বাগত ভাষণ দেন মধ্যশিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা ইউ কে চাকমা।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধ-শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গত ১৪ সেপ্টেম্বর মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত একঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারি সুখময় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়কে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পুরস্কৃত করেন। মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও আদর্শ অবলম্বনে তাদের নাটক ছিল 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। এই বিদ্যালয় এখন আঞ্চলিকস্তরের নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। এদিন হল সভার পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের লনে মহাত্মা গান্ধীর কর্মময় জীবনের উপর চিত্র প্রদর্শনী এবং রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী মন্ডপেরও উদ্বোধন করেন। এখানে বিভিন্ন দপ্তরের ৮টি স্টল খোলা হয়েছে। তিনদিন ব্যাপী এই চিত্র প্রদর্শনী ও প্রদর্শনী স্টল সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

এদিকে, মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধ-শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় প্রথম দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নরসিংগড় আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা, সুরবিতান ও সরালোকের শিল্পীরা সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে। একক সঙ্গীত, একক আবৃত্তি, যুগলবন্ধিও পরিবেশিত হয়। নালন্দা পান্থোইবি ও নববোধনের শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেন। এছাড়া খাদিতে সাজো পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি, যুগ্ম অধিকর্তা বিষ্ণুপদ দাস ও অন্যান্য আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনদিন ব্যাপী এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় শুরু হবে।

****